OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 200 - 207
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সংকট

ড. চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : khatun.chandmala@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Political instability, Manvantara, black market, erosion of values, crisis.

Abstract
Narayan Gangopadhyay, a renowned writer in the world of Bengali literature. He was born during a turbulent transitional period and the height of the Great War. His life was spent in extreme anarchy. His literary pursuits began amidst the crisis of the era, decline and instability. He is a professor by profession. Despite being devoted to his profession, he has shown considerable skill as a writer. His presence can be seen in every branch of Bengali literature. His immense glory is in every field of poetry, drama, short stories, novels, romances and essays. It is because of these works of his that he remains unforgettable in the Bengali reading community. He got the chalk in the hands of literature from his family environment. His literary practice began with writing poetry during his student life. Over time, he gained special fame by writing stories, novels, dramas, etc. His numerous works were published in newspapers and magazines such as 'Desha', ShanibarerChithi, Bharatvarsh, Bichitra. His notable works are Bitangsa, Top, Dushasan, Record, Haar, Bhangachashma, Banajyotsna, Simanta, Sainik, Tirthayatra short stories, etc. His novels include Opanibesh, Amavasya Gaan, Baitalik, Shilalipi, Padasanchar, Lalmati, Timirtirtha and plays like Barate Chai, Barobhute, Rammohan, Lagna, Agantuk. He also wrote screenplays for several films. Many of his songs have been adapted into films and records. World War II, crises and problems during the Manvantara period become the themes of his stories.

Discussion

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে কপিতয় কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরের বালিয়াডাঙিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মস্থান দিনাজপুর শহরে হলেও পৈত্রিক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার নলচিড়া গ্রামের বাসুদেব পাড়ায়। গ্রামের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ও ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তিনি মূলত চল্লিশের দশকেরই অন্যতম প্রধান গল্পকার। বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁর প্রতিভা অভিনবত্বে, স্বাতন্ত্র্যে চির সমুজ্জ্বল।

> "হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে পাঠক চিত্তকে চকিত-বিস্মিত করে তাঁর আবির্ভাব নয়। তাঁর উদয়াচল নিশব্দ মহিমায় নতুন নক্ষত্রের ধ্রুবজ্যোতিতে ক্রমশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পে বহুভারতী আজ ষড়ৈশ্বর্যময়ী এই বিরাট ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মহত্তর সমৃদ্ধির সম্ভবনাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। রূপে ও রসে ভাবনায় ও বেদনায় বিচিত্র তাঁর শিল্প লোক।"[১]

প্রথম দিকে তিনি মূলত কবিতা চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। এক সময় তিনি রাজনীতির সঙ্গেও প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন — পার্টি প্রোগ্রামই রাজনীতির শেষ কথা নয়। তাই তিনি রাজনীতির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজবাদও প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া মানব প্রীতিকে ব্রত বলে মনে করেন। রাজনীতি তাঁকে উত্তেজিত করে কিন্তু মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা আরও তীব্র ও গভীর। মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সহজ আত্মীয়তাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গল্প লেখা শুরু করেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'নিশীথের মায়া' প্রকাশিত হয়। সেই সময় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিক; যুগ ও সমকাল সচেতন গল্পকার। সমকালের নানা ঘটনায় তিনি বিচলিত হয়েছেন। ১৯৩৯-৪৫ সাল বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনের তাপ স্পর্শ করেছে। চল্লিশের দশক আমাদের জাতীয় জীবনে এক চরম সংকটকাল। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মন্বন্তরে গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের পথে পথে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মরেছে। তৎকালীন সময়ে অর্থনীতির ভিত, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর এই অস্থিরতার সময় শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থায় বাংলাদেশে নতুন এক শোষক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে— কালোবাজারি, ব্যবসায়ী মজুতদার ও মুনাফালোভী দালাল শ্রেণির। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে একদিকে মজুতদার, কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের দৌরাত্ম, অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক শোষোণের তীব্রতা মানুষের জীবনকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দিয়েছে। প্রভুত্ব-বিলাসী ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় নবোদ্ভূত এই ধণিক শ্রেণি অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করতে কালোবাজারি, মজুতদারী ইত্যাদির মাধ্যমে মন্বন্তরকে তরান্বিত করে তুলেছিল। আবার তার উপর ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে নির্মম অভিশাপ নেমে এসেছিল। স্বাধীনতা পূর্ববতী বিপর্যয়ের পটভূমি তথা মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতেই বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিকাশ। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর গল্পকার মননকে নানাভাবে নতুন মাত্রায় চিহ্নিত করে —

> "রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হওয়া, জীবন সম্পর্কে নতুন দীক্ষা তাঁর গল্পের উপকরণের মোড় ঘোরায়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষভ— এসবের যুদ্ধ সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই লেখক বিশুদ্ধ সময় সচেতনতা, জীবন প্রেম, মানুষকে ভালোবাসা— যা, বলা যায় তিরিশের দশকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া— এসবকেই গল্পের ও উপন্যাসের উপকরণের মর্যাদায় দীপিত করেন।"[২]

যুদ্ধ সামাজিক সুস্থিতির ও সাবেকি মূল্যবোধের শিকড় ধরে টান দেয়। ফলে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে যৌনতার মনোবিকারে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতা হারিয়ে যায়। তার ফলে মানবিক মূল্যবোধের সংকট দেখা দেয়। কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন, অস্তিত্বের সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তিনি চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত মানুষ হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সমকালীন যুগ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এই কথাই তো বেশী করে মনে হয় আজ মধ্যবিত্ত সাহিত্যকেই আরো সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে— বোঝাতে হবে সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া বুদ্ধিজীবীরও নিস্তার নেই। ...লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না। ...তাই বলে একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে মজদুর কিষাণকে বাদ দিয়ে আজ শুধু মধ্যবিত্তের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হোক। আমাদের লেখা হয়ত গণ-মানসের কাছে পৌঁছায় না, ...তবুও এদের আশ্রয় করে গণসাহিত্য আমাদের রচনা করে যেতেই হবে। ...লিখতে হবে দেশের এই সর্বহারা শক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তোলবার জন্যই। ...আজ সর্বহারা বিপ্লব ছাড়া মধ্যবিত্তের বাঁচবার কোনো পথ নেই। আজ এই মাত্র আশার আলো যে তাকে বাঁচাতে পারে দুঃসহ বেকার ও ছাঁটাইয়ের বিভিষিকা থেকে নামমাত্র মূল্য বিনিময়ে বুর্জোয়াতন্ত্রের কাছে তার সর্বাধিক শক্তি, মেধা ও প্রতিভা বিক্রয়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে, তার বুদ্ধি বিচারের দেউলিয়াপনা থেকে।"[৩]

তাই কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ ছোটগল্পেই মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের কথা উঠে এসেছে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল, তেমনি ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদের আবিষ্কার রুশ দেশের সাম্যবাদ বাঙালি মনকে নতুন ভাবনা রাজ্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই দু'য়ে মিলে বাঙালির ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ব্যবস্থাকে পাল্টে দিচ্ছিল। অর্থই এ সময়ে সময় সমাজ ও মানব চরিত্রে নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। এককথায় বলা হয় অর্থরূপ নিয়তির ফাঁদে আটকে পড়ে বাঙালি জীবন ধ্বস্ততা ও নতুন সম্ভবনার মাঝখানে দোলাচলতা তৈরি হয়। তার ফলে বাঙালি জীবনে দেখা দিয়েছিল মূল্যবোধের সংকট বা অবক্ষয়। কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সেই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিয়মান।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য 'হাড়' গল্পটি। গ্রাম-গঞ্জের হাজার হাজার অসহায় বুভুক্ষ মানুষ সামান্য খাদ্যের আশায় শহরে আশ্রয় নিয়েছে। একদিকে কলকাতার ফুটপাত জুড়ে অসহায়, করুণ, অমানবিক জান্তব জীবন-যাপনের চিত্র, আর অন্যদিকে রায়বাহাদুরের মতো ধনীদের বিলাসী জীবন-যাপন ও বিলাসী জীবন কল্পনার খামখেয়ালী শখ পূরণে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়ের ছবি ধরা পড়ে। 'হাড়' গল্পে লেখক দুই বিপরীত শ্রেণির স্বপ্নিল ও রক্তিম চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

'হাড়' গল্পেসর্বহারা ও বিত্তবানদের মাঝখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ চাকুরিপার্থী এ গল্পের কথক। শিক্ষিত বেকার যুবক গল্পকথক মন্বন্তরকালীন বিপর্যস্ত সময়ে একটা চাকরির আশায় পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসেছে। আসলে পিতৃবন্ধুত্বের ক্ষীণ সূত্রধরেই রায়বাহাদুরের দ্বারস্থ এ গল্পের কথক— যার একটি কলমের খোঁচায় হয়ে যেতে পারে তার চাকরিটা। প্রভাবশালীদের উমেদারি করেই সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ জীবিকার সমাধানে ব্রতী হয়। কিন্তু শিক্ষিত বেকার যুবকের জীবিকা-সংকটের গুরুত্ব রায়বাহাদুর অনুভব করতে পারে না। এমনকি কেরাণীর চাকরির গুরুত্ব কতটা তাও রায়বাহাদুর বোঝে না। উপরন্তু আবেগ দীপ্ত কণ্ঠে উপদেশের ভঙ্গিতে রায়বাহাদুর বেকার যুবক গল্পকথককে বলে —

> "চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম এ পাশ করে কেরাণীগিরির উমেদারী করছ? বি এ ম্যাম ইয়াং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে; চাকরি নাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।"[৪]

যাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের উপায় নিয়ে ভাবনা থাকে না, তাদের পক্ষেই এমন আকাশ কুসুম কল্পনার সঙ্গে উপদেশ দানের মহত্ত্বে গর্বিত হতে পারে। এক চক্ষুহরিণ এই রায়বাহাদুর। নিজের আভিজাত্য ও শ্রেণি চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধু পুত্রের আবেদনের গুরুত্ব বোঝে না। বরং রায়বাহাদুরের সমস্ত আবেগ, উপদেশ বুভুক্ষ মানুষদের অসহনীয় চিৎকারের প্রেক্ষিতে হাস্যকর শোনায়।

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় লালিত শিক্ষিত বেকার যুবক গল্পকথক চাকরির জন্য যেমন পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের উমেদারি করতে পিছুপা নয়, তেমনি আবার অসহায় নিরন্ন মানুষের আর্ত-চিৎকারে ব্যথিত হয়ে উঠে। গল্পকথক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ এবং নিজের পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই রায়বাহাদুরের কথা শোনাবার ধৈর্যও তাকে রাখতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়। রায়বাহাদুরের দেওয়া সুস্বাদু খাদ্যের পাশে নিরন্নদের ডাস্টবিন থেকে তুলে খাওয়া খাদ্যের স্মৃতি তাকে নানাভাবে পীড়িত ও তাড়িত করে। উমেদারির অসহায়তা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মী মানসিকতা মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকটকে ঘনিয়ে তোলে। রায়বাহাদুরের বর্ণনায় সে অভিভূত হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকাই একসময় রায়বাহাদুরের বাড়ির পরিবেশ তাকে বিরক্তকর করে তোলে। সেখান থেকে পালিয়ে আসতে চায় যুবক। নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গেই যে তার মানবিক আত্মীয়তা তা রায়বাহাদুরের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার মানসিক অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পায়।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'টোপ'। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ গল্প সংকলন 'কালাবদর' এর প্রথম গল্প 'টোপ'। গল্পটি উত্তম পুরুষের যবানীতে লেখা। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ কলকাতামুখী হয়ে পড়ে। 'টোপ' গল্পে একদিকে সামন্ততন্ত্রের কুৎসিৎ দাপট, অন্যদিকে মধ্যবিত্তের মানসিক দোলাচলতার রূপায়ণ ঘটেছে। এই গল্পের লেখক একজন সাহিত্যিক চরিত্র। রাজপ্রশস্তি রচনা করে তিনি টেরাইয়ের রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুরের এন.আর. চৌধুরির নজরে পড়ে যান। তারই আমন্ত্রণে তিনি টেরাইয়ের জঙ্গলে শিকার দেখতে যান। টেরাইয়ের জঙ্গলের ভিতরে কাঠের তৈরি বাংলো, অত্যাধুনিক বাথরুম, বৈভবী ড্রেসিংরুম, লাউঞ্জে খানার প্রাচুর্য গল্প কথককে বিস্মিত ও তৃপ্ত করে। কিন্তু ঘন অরণ্যের ভয়াল সুন্দর পরিবেশে পরপর তিন দিন ও রাত্রি শিকারের সন্ধানে অরণ্যের মধ্যে ঘুরেও মনোমত শিকার না পাওয়ায় লেখক কলকাতায় ফিরে যাবার প্রস্তাব দিতেই রাজাবাহাদুর একটি রাত তাকে আটকে রেখে একটি অভিনব শিকারের আয়োজন করেন। এই শিকারই মাছ ধরার অভিনব বন্দোবস্ত নামে উল্লেখিত।

আলোচ্য গল্পে রাজাবাহাদুরের হান্টিং বাংলোর পিছন দিকে চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের হিংস্র জঙ্গল। গভীর রাতে রাজাবাহাদুর তাকে শিকারের সঙ্গী হতে বললে লেখক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার সঙ্গে যায়। রাজাবাহাদুর ঝুলন্ত সাঁকো থেকে আড়াইশ ফুট নিচে সাদা কাপড়ে মোড়া টোপকে ঝুলিয়ে দেয়। প্রতীক্ষায় থাকে কখন বড় জাতের বাঘ সেই টোপ গিলতে আসবে। শিকারের সময় লেখকের কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর রাজাবাহাদুর দেয় না। বরং বিনিময়ে ছুটে আসে ধমক। এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় শিকারের সঙ্গী হয়ে ওঠেন লেখক। সাদা কাপড়ে মোড়া টোপটা নড়াচড়া করছে তা লেখক চাঁদের আলোয় দেখতে পান। এই সময় রাজাবাহাদুর এক হাতে টোপের উপর টর্চের আলো ফেলছেন, অন্য এক হাতে রাইফেল ধরে আছেন। শিকারের জন্য তিনি প্রহর গুনছেন। একসময় হঠাৎ রাজাবাহাদুরের রাইফেলটা বিকট শব্দে গর্জে ওঠে। চারশো ফুট নিচ থেকে বাঘের প্রচণ্ড গর্জন শোনা যায়। টর্চের আলোয় দেখা গেল ডোরাকাটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার সাদা পুটলির ওপর একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, এটাই রাজাবাহাদুরের মাছ ধরা ওরফে শিকারের অভিনব কৌশল।

আলোচ্য গল্পে দেখা যায় লেখক রাজাবাহাদুরের সঙ্গে যান মৃত্যুর শীতলতা খেলা করা রাত্রিতে ঝুলন্ত সাঁকোর কাছে। অন্ধকারে রাজাবাহাদুরের হাতে জ্বলে ওঠে হান্টিং টর্চের তীব্র আলো। কপিকলের দড়ির সঙ্গে শাদা পুঁটুলির মতো একটা জিনিস নামিয়ে দেওয়া হয়। ঝিঁঝির ডাক, শালপাতার মর্মর, দুরাগত হাতির গর্জন, ভাঙা জ্যোৎস্না, হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধে যখন টানটান উত্তেজনা তখন অরণ্য-আদিমতাকে কাঁপিয়ে গর্জন করে ওঠে রাইফেল। লেখক বারবার রাজাবাহাদুরকে মাছের টোপের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শিকারের জন্য ব্যবহৃত সাদা কাপড়ে মোড়া টোপের ভিতর থেকে মানব শিশুর কান্না ভেসে আসায় রহস্যের উন্মোচন ঘটে। শিশুশালের মতো তরতাজা সেই হিন্দুস্তানি কিপারের বাচ্চাগুলি, পয়সা ছড়িয়ে যাদের নিয়ে রাজাবাহাদুর অনুগ্রহের নির্মম খেলা খেলেন। তাদেরই একজনকে রাজাবাহাদুর তার এই শিকারের টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন তা লেখকের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। এককথায় রাজাবাহাদুর মাছধরা তথা শিকারের টোপ হিসেবে মানব শিশুকে ব্যবহার করেছে। শিকারের টোপের রহস্য জানার পর লেখক পাগলের মতো চিৎকার করে বললেন —

"রাজা বাহাদুর কিসের টোপ আপনার, কি দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখক ঐ একটি মাত্র চিৎকার ছাড়া কোনো কার্যকারী প্রতিবাদ করে উঠতে পারেননি। রাজাবাহাদুর 'চুপ' গর্জন করে রাইফেলের নল তার বুকে ধরেছেন। গল্পকথক একদিকে মানসিক দোলাচলতায় অস্তিত্বের সংকটে আবর্তিত হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে নিরীহ শিশুর অমানবিক হত্যায় যন্ত্রণাদীন ও ব্যথিত হয়েছেন।

'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর এক অহংকারী জমিদার। নিজের শিকারের বিলাসিতা, অহংকারকে দেখানো, প্রচারের জন্য তার কম ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষিত মোসাহেব দরকার ছিল। গল্পের কথককে খাতির করার জন্য অন্য কোনো কারণ তার ছিল না। আর ছিল না বলেই অতিথিকে অশালীনভাবে অকপট চিত্তে বলতে পারে —

"কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না"।[৬]

আবার অবলীলায় বন্দুকের নল অতিথির বুকের ওপর ধরতে পারেন। এক অদ্ভুত পদ্ধতির মাধ্যমে শিকার দেখানোর টোপ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর গল্পের কথককে টেনে এনে মধ্যবিত্ত মানুষের স্বাদ পেতে চেয়েছেন। গল্প কথক রাজা বাহাদুরের এই ভয়ংকার শিকার করার কৌশল কাউকে বলতে পারেননি। তারই পুরস্কার হিসেবে মানব শিশুর টোপ দিয়ে ধরা। প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া দিয়ে তৈরি ঝকঝকে জুতো উপহার পেয়ে খুশিই হন। গল্পের শেষে গল্প কথক নিজেকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি। মানবিকতার অপরাধে তার অন্তরাত্মাও ব্যথিত হয়ে ওঠে। 'টোপ' গল্পে বাচ্চা বাচ্চা শিশুদের 'বেওয়ারিশ মাল' হিসেবে ধরে নিয়ে গিয়ে শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মর্মান্তিক চিত্র ধরা পড়ে, তাতে মানবিক মূল্যবোধের সংকট ও অবক্ষয়ের দিকটি স্পষ্ট।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অপর একটি গল্প হল 'দুঃশাসন'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, মুনাফাখোর, কালোবাজারি ও মজুতদারের জন্ম দিয়েছিল। যুদ্ধের বাজারে এই শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে, বিবেক ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ সমাজে অন্ন-বস্ত্র সংকটকে আরো বেশি তরান্বিত করে সাধারণ জনজীবনকে বিপন্ন ও অসহায় করে তোলে। 'দুঃশাসন' গল্পটি হল বস্ত্র সংকটের গল্প। আলোচ্য গল্পের মধ্যে দিয়ে গল্পকার পৌরাণিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে যুগের দুঃশাসনকে যেমন বোঝাতে চেয়েছেন, তেমনি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট অবক্ষয় ও অভাবের দিকগুলিও চিহ্নিত করেছেন।

'দুঃশাসন' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবীদাস। দেবীদাস ছোট গাঁয়ের ছোট্ট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী। কাপড়ের আড়তদার সে। আশে পাশের আট দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভরশীল। খুচরো পাইকারি সবই চলে। দেবীদাস একজন লোভী, অমানবিক ও স্বার্থপর ঝানু ব্যবসায়ী। যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ী দেবীদাস থানার এল সি কানাই দে, দারোগাবাবু শচীকান্তকে হাতে রেখে গোপনে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সরকার বস্ত্র সংকটের সময়ে কাপড়ের দাম বেঁধে দিলে তা দেবীদাসের পোষায় না। তাছাড়া এই দুঃসময়ে সাধারণ মানুষেরাও যথার্থ মূল্য দিয়ে বস্ত্র কিনতে পারবে না। আবার পরেও যে তারা টাকা শোধ করতে পারবে তারও কোনো ভরসা নেই। তাই দেবীদাসের মনে হয়েছে দোকানে তালা দিয়ে বসে থাকাই ভালো। অর্থাৎ অতিরিক্ত মুনাফালাভের জন্য দেবীদাস সব বস্ত্র গুদামজাত করে রেখেছে। তার উদ্দেশ্য দুর্মূল্যের বাজারে সেই সকল বস্ত্র চড়া দামে বিক্রি করা। দুঃশাসনের মতো সাধারণ মানুষের বস্ত্র দেবীদাসের মতো স্বার্থপর, লোভী, মজুতদাররা কেড়ে নিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়েই দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। এই দুঃসময়ে সাধারণ মানুষেরা অনাহারে, অর্ধাহারে, অর্ধনগ্ন হয়ে এবং অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে।

'দুঃশাসন' গল্পে দেখা যায় একজন অসহায় সাধারণ মানুষ ঘরের মান-সম্মান বাঁচাতে কাপড়ের আড়তদার দেবীদাসের দোকানের সামনে হত্যে হয়ে পড়ে আছে একফালি বস্ত্রের জন্য। কিন্তু নাছোড় বান্দা বস্ত্রহীন অভাবী মানুষ চোখের জলে বার বার কাতর অনুনয় জানালেও মজুতদার দেবীদাসকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। বরং লোকটি সম্পর্কে তার মনে আসে গোপন ভাবনা —

"লোকটাকে যেন একটা লাথি মারতে পারলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসলে দেবীদাস যেন এ যুগের দুঃশাসন। নিলর্জ্জ পাশব হাতে বস্ত্র হরণ করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত দেবীদাস অভাবী লোকটিকে বস্ত্র দেয় না। বরং যুক্তি দেখিয়ে বলে —

> "কাপড় পাওয়া যাবে কোথায়? চালান নেই। সব সাপ করে বসে আছি। ব্যাবসা বাণিজ্য গেল-লোকের দুর্গতির এক শেষ। ...কি করবি বল... সবই ভগবানের মার।"[৮]

মানুষের লজ্জাকে সে লোলুপ পৃথিবীর সামনে নিষ্ঠুর উপহাসে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু দেবীদাসের এই অমানবিক, পাশবিক আচরণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি গৌরদাসকে ভীষণভাবে অস্বস্তিতে ফেলে। গৌরদাস সম্পর্কে দেবীদাসের ভাইপো। গৌরদাসের সমস্ত খরচ চালায় দেবীদাস। এখনো সে সত্যিকারের ব্যবসাদার হয়ে উঠতে পারেনি বলেই কাকা দেবীদাসকে বলে —

> "কিন্তু এভাবে চলবে কদিন? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে-"[৯]

ভাইপো গৌরদাসের এই কথা শুনে কাকা দেবীদাস যুক্তি খাড়া করে বলে —

> "ক্ষেপেছিস তুই?... ওকে এখানা দিলে দুঘন্টার মধ্যে দৌড় গড়ায় উল্টো চণ্ডীর মেলা বসে যেত না? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশি নেবার উপায় নেই। পরপর কতগুলো মামলা হয়ে গে–দেখছিলিনা?"[১০]

দেবীদাসের সামনে বেশি কথা বলার সাহস গৌরদাসের নেই। কেননা সে কাকার আশ্রয়ে থাকে এবং তার সাহায্যে কলেজের পড়াশোনা চলছে। কিন্তু গৌরদাস দেবীদাসের লোভ ও অমানবিক আচরণকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে না। আবারমেনে না নিলেও প্রতিবাদ করার মত মানসিক দৃঢ়তাও তার মধ্যে নেই। এই দুই-এর সংকট থেকে বাঁচবার জন্য গৌরদাস বিজ্ঞাপনের পাতায় মুখ লুকোয়।

'দুঃশাসন' গল্পের অপর একটি চরিত্র দারোগা শচীকান্ত। সে একজন ঝানু প্রশাসক প্রতিনিধি। সে ভালোভাবে জানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অবহেলিত, অভাবী মানুষদের শান্ত করে রাখার কৌশল। তারই উৎসাহে গ্রামে যাত্রাপালার দল আনে দেড়শো টাকার বিনিময়ে। যুদ্ধের আকালে বস্ত্র সংকটের পাশাপাশি কেরোসিনের সংকটও দেখা দেয়। গ্রামকে গ্রাম গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকে। কারো ঘরে একটা ছোট্ট লম্ফ জ্বেলে রাখারও উপায় নেই। ঘরে ঘরে আলোর অভাব। আলোর অভাব মুচিপাড়ায়ও। রাতের বেলায় মুচিপাড়ার একটি শিশুকে শিয়াল ঘরের বেড়া ভেঙে তুলে নিয়ে গিয়ে কাছে বসেই খেয়েছে। লেখকের বর্ণনায় —

> "পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না"।[১১]

যে আলোর অভাবে এক মা তার শিশু সন্তানকে বাঁচাতে পারল না। অথচ থানার দারোগাবাবু এই সংকটের দিনেও অনেকগুলি ডে-লাইট একসঙ্গে জ্বেলে শখ মেটাতে যাত্রাপালার আসর বসায়। এই পালার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান'। আসলে যাত্রাপালার আনন্দ দিয়ে নিতান্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের ভুলিয়ে রাখতে চায় এবং প্রায় বস্ত্রহীন, নিরন্ন মানুষদের উদ্দেশ্যে শচীকান্ত বলে —

> "ওরে বোস, বোস, তোরা—বসে পড়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই ত গান—তোদের জন্য দেড়শ টাকা খরচ করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম।"[১২]

আসলে প্রশাসনিক লোকজন নিজেদের স্বার্থের জন্য সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ, বিলাসিতা বজায় রেখেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রাপালার অভিনয় দেখে গৌরদাসের মনে হয়—

> "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলাদেশে। সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রোপদীর মতো আর্তনাদ উঠেছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে।"[১৩]

এর উত্তর খুঁজে পায় না গৌরদাস। মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে পারেনি বলেই গৌরদাস ভয় পায়। তাই 'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রাপালা দেখে গৌরদাস, দেবীদাসের সঙ্গে গিয়ে যা দেখেছে তা সত্যিই বীভৎস। গোটা মুচিপাড়া যেন শ্মশান হয়ে আছে। কোথাও কোনো জনমানব নেই। মানুষের কণ্ঠস্বর পেয়ে বিদ্যুৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে যায় এক ষোড়শী মেয়ে। লেখকের ভাষায় —

> "মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই। কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন পাশব হাতে বস্ত্র হরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১৪]

মহাভারতে দুঃশাসন যেমন সভার মাঝে সর্ব সমক্ষে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল তেমনি এ যুগের দুঃশাসন পাশব ও নির্লজ্জ হাতে নারী তথা বাংলাকে বিবস্ত্র করে তুলেছে। তাই মুচিপাড়ায় নগ্ন ষোড়শি মেয়েকে দেখে বিবেকী গৌরদাস দুঃশাসনের প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবে—

> "সে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে।"[১৫]

এই জিজ্ঞাসাই গৌরদাসকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। তবুও সে দেখে ভোর বেলায় ফসলহীন শূণ্য মাঠের ভাঙা আলের ওপর দিয়ে হেঁসো হাতে একদল লোক কাজ করতে চলেছে। কৃষকদের হাতে তীক্ষ্ণ ধারালো হেঁসোগুলিকে দেখে গৌরদাসের মনে অকারণে বড়ো বেশি ভয় হয়। লেখকের ভাষায়—

> "তাদের ধারালো হেঁসোগুলিতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে, অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগলো গৌরদাসের। অমন ঝকমকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?"[১৬]

গৌরদাসের এই ভয় মূলত পাপবোধ ও নীতিবোধ থেকে। 'অকারণ' শব্দটি লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবেই প্রায় পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সকারণেই তাদের মনে ভয় ধরেছে। 'দুঃশাসন' গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন সময়ের চিত্রপটকে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ ও আর্থ-সামাজিক বিপর্যস্ততা মানুষের জীবনে যে সীমাহীন শূণ্যতা, অসহায়তা, অস্তিত্বের সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা অংশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫
২. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপনি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৮৩
৩. 'উজাগর' সম্পাদক উত্তম পুরকাইত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, হাওড়া, উজাগর প্রকাশন, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, বইমেলা ২০১৫, পৃ. ২৮১
৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ৩২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ৭৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৯
৭. তদেব, পৃ. ৫১
৮. তদেব, পৃ. ৫১
৯. তদেব, পৃ. ৫২
১০. তদেব, পৃ. ৫১-৫২
১১. তদেব, পৃ. ৫৪
১২. তদেব, পৃ. ৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ৫৭
১৪. তদেব, পৃ. ৫৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫৮
১৬. তদেব, পৃ. ৫৮